প্রথম আলো
তারিখ ২৯ OCT 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

শিক্ষা

গ্রাম-শহরের বৈষম্য প্রবলতর হচ্ছে শিক্ষায়

গৌতম রায়

প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের পণ্যে বিনিয়োগের সঙ্গে শিক্ষায় বিনিয়োগের ধারণাটিকে এক কাতারে ফেলা যায় না। বাজারকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় যেখানে বা যেভাবেই বিনিয়োগ হোক না কেন, সেখান থেকে রিটার্ন বা ফেরত আশা করা হয়। পার্থক্য হচ্ছে, বস্তু বা পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেভাবে ত্বরিত রিটার্ন পাওয়া যায় বা আশা করা হয়; শিক্ষায় সেটি সম্ভব নয় বা আশাও করা হয় না। শিক্ষায় বরং স্বল্পমেয়াদি ফলাফলের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন দৃশ্যমান রিটার্নটিই বেশি করে ফুটে উঠছে বলে মনে হচ্ছে।

এবারের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পর সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ পাওয়া এবং শতভাগ পাসের হারের ভিত্তিতে সফল বিদ্যালয়গুলোর যে তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এক ভয়াবহ চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই তালিকায় মূলত শহরাঞ্চলের গুটিকতক বিদ্যালয়ই প্রতিবছর স্থান করে নিচ্ছে। দু-একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; কিন্তু শিক্ষার সাফল্য এখন আবর্তিত হচ্ছে শহরকে কেন্দ্র করে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা বোর্ডে। জিপিএ-৫-এর সংখ্যার ভিত্তিতে ঢাকা বোর্ডের সেরা যে দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা রয়েছে, সেখানে সব কটি বিদ্যালয়ই অবস্থিত ঢাকা সিটি করপোরেশনে। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এর চেয়ে উদ্বেগজনক চিত্র আর কী হতে পারে? ঢাকা যেভাবে দিন দিন প্রশাসনিক সব কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, শিক্ষার সফলতাও তেমনি ক্রমশই ঢাকাভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টিকে ঢাকার বাইরে নিয়ে গেলে দেখা যাবে—শিক্ষা ক্রমে ক্রমেই শহরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আগে যেভাবে গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা উঠে আসত, এখন সেই চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। আজ থেকে মাত্র দুই যুগ আগেও সারা দেশের শিক্ষার্থীদের সফলতার আলো যেভাবে ছড়িয়ে পড়ত, এখন সেই আলো ঠিকরে পড়ছে কেবল ঢাকা থেকে কিংবা ঢাকার মতো বড় বড় শহর থেকে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ক্রমশই অবহেলিত হচ্ছে, অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এসএসসি বা এইচএসসির ফলাফল থেকে এটা বলা যায়—হয় সারা দেশের বিদ্যালয়গুলোর পড়ালেখার মানের ক্রমাবনতি হচ্ছে, না হয় শহরকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলো তাদের মান এতটাই উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে যে, গ্রামের বিদ্যালয়গুলো এর ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারছে না।

কোনো নির্দিষ্ট একক কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলা যাবে না। প্রশাসনিক-আর্থিক-অবস্থানগত বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরের বিদ্যালয়গুলো যে ধরনের সুবিধা ভোগ করছে, গ্রামের বিদ্যালয়গুলো ততটাই পেছনে অবস্থান করছে। শহরে যে রকম দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যায়, অবকাঠামোগত যে ধরনের সুবিধা শিক্ষার্থীরা ভোগ করতে পারে, গ্রামে সে ধরনের সুবিধার কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানাগার কিংবা পাঠাগার সুবিধা ভোগ করতে পারে, বিপরীতে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানাগার থাকাটাই আশ্চর্যের বিষয়। যদি কোনো বিদ্যালয়ে থেকে থাকে, তাহলে সেটা তাদের সৌভাগ্যের বিষয়, যদিও এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

এটা গেল একটি দিক। রাষ্ট্র শিক্ষায় বিনিয়োগ করছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই বিনিয়োগের একটি বড় অংশ ভোগ করছে শহরের বিদ্যালয়গুলো। ফলে শহরের বিদ্যালয়গুলো বিনিয়োগের বিপরীতে চমৎকার ফলাফল প্রকাশ করতে পারছে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে বিনিয়োগের হার প্রয়োজনের তুলনায় কম। অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নেই, দক্ষ শিক্ষক নেই, বিজ্ঞানাগার নেই, পাঠাগার নেই—আছে কেবল 'নেই'-এর লম্বা তালিকা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিনিয়োগকৃত অর্থ সব প্রতিষ্ঠানে সমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না কিংবা বলা যায় প্রয়োজন অনুসারে বণ্টিত হচ্ছে না।

রাষ্ট্রের বিনিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষায় ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগও বাড়ছে দিন দিন। আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষার রিটার্নগুলো এখন অনেক বেশি দৃশ্যমান, অনেক বেশি প্রায়োগিক। ব্রিটিশ, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ আমলের প্রথম দশক পর্যন্ত শিক্ষার প্রায়োগিক দিকের তুলনায় সামাজিক মূল্যমানের বিষয়টিই বেশি গুরুত্ব পেত। বর্তমানে সামাজিক মূল্যমানের কথা যতটুকু চিন্তা করা হয়, তারচেয়ে বেশি ভাবা হয় এর প্রায়োগিক দিকগুলোকে কেন্দ্র করে। যার ফলে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমছে, বাড়ছে বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো বটেই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাংলা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদির তুলনায় বিবিএ-এমবিএ ইত্যাদি বিষয়েও বাংলা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদির তুলনায় বিবিএ-এমবিএ ইত্যাদি বিষয়ের কদর বাড়ছে অনেক বেশি। অর্থাৎ মৌলিক বিষয়গুলোতে পড়ালেখার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষায় প্রভূত পরিমাণ বিনিয়োগ করবেন—এটাই স্বাভাবিক এবং হচ্ছেও তা-ই।

যেহেতু শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার একটি প্রবল আয়বৈষম্য রয়েছে, তাই শিক্ষায় অভিভাবকদের বিনিয়োগেও বৈষম্য প্রবলতর। তুলনামূলক বেশি আয়ের কারণে শহরাঞ্চলের একজন অভিভাবক তার সন্তানকে যেভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকের পক্ষে সেটি বেশ কঠিন। পাশাপাশি ভালো প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংয়ের সহজলভ্যতা, পর্যাপ্ত শিক্ষা-উপকরণের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তিগত সহায়তা—সব দিক দিয়েই শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে রয়েছে। গ্রামের অভিভাবকের পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেও সন্তানকে শহরে পাঠিয়ে লেখাপড়া করানো ছাড়া এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করার আর কোনো পথ নেই। তাদের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর পাঠ্যবই ছাড়া সহায়ক কোনোকিছু নেই। হয়তো বিদ্যালয়ে পাঠদান সঠিকভাবে নিশ্চিত করা গেলে অন্য কিছুর প্রয়োজনও হতো না; কিন্তু সেটির ব্যবস্থা তো করা হচ্ছেই না, বরং শিক্ষায় ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত হচ্ছে। ফলে দিন দিন শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে শহরের মানুষদের প্রবল প্রতাপের একটি বিচরণক্ষেত্র।

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৬ সালের Financing Primary and Secondary Education in Bangladesh গবেষণায় Private Expenditure নামে একটি অধ্যায়ই রয়েছে। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পর্যায়েই গ্রামাঞ্চলের একজন শিক্ষার্থীর জন্য অভিভাবক যা খরচ করেন, শহরাঞ্চলের অভিভাবকেরা খরচ করেন তারচেয়ে অনেক বেশি। এমনকি যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, সেখানেও শিক্ষার্থীপ্রতি একটি বড় অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয় অভিভাবকদের। এই খরচ হয় প্রাইভেট টিউশনি, ভর্তি, অন্যান্য ফি, বই ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ ক্রয়, যাতায়াত, বিনোদন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাও সত্যিকার অর্থে পুরোপুরি ফি-মুক্ত নয়। এখানেও অভিভাবকদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যিনি যত বেশি বিনিয়োগ করতে পারবেন, তিনি তাঁর সন্তানদের তত বেশি শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারবেন। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে গরিব অভিভাবকদেরও শিক্ষার্থীপ্রতি বছরে খরচ করতে হয় প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য এক হাজার ৩১৩ টাকা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে চার হাজার ৪৯ টাকা, শহরাঞ্চলে এর পরিমাণ যথাক্রমে এক হাজার ৪৫৭ টাকা ও পাঁচ হাজার ২৯৫ টাকা। এ সংখ্যাটা লাফ দিয়ে বেড়ে যায় ধনী অভিভাবকদের ক্ষেত্রে। প্রাথমিক পর্যায়ে গরিব অভিভাবক ওই এক হাজার ৩১৩ টাকা খরচ করলেও শহরের ধনী অভিভাবক খরচ করেন চার হাজার ৫১৪ টাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষায় [illegible] শিক্ষার্থীপ্রতি চার হা[illegible] খরচ করেন ১৭ হাজ[illegible] তিনিই শিক্ষার প্র[illegible] প্রতিফলনই কি দেখ[illegible]

গ্রাম-শহরের [illegible] শিক্ষাব্যবস্থা। শহরা[illegible] রয়েছে, যা গ্রামাঞ্চ[illegible] প্রয়োজনীয় সব সুবি[illegible] এসব অভিজাত বিদ্[illegible] গ্রামের বিদ্যালয়ের [illegible] ক্ষেত্রগুলোতে ব্যক্তি[illegible] সুযোগ-সুবিধার প্র[illegible] বৈষম্যমূলক শিক্ষা[illegible] শিশু ছোটবেলা থে[illegible]

শিক্ষার এই [illegible] বাধা। যে হারে শ[illegible] তাল মেলানো না [illegible] শিক্ষার্থীরা আগামী [illegible] না। প্রতিবছর এস[illegible] পাতায় ফলাও করে[illegible] জীবনযুদ্ধের ভেতর[illegible] ব্যবস্থায় তাদের প[illegible] চেয়েও বড় কথা, [illegible] শুধু শহরকে নিয়ে [illegible] নামী-দামি বিদ্যাল[illegible] ভর্তি হওয়ার জন্য [illegible] গেছে। এখন শহ[illegible] বিদ্যালয়ে ভর্তিরই [illegible] শিক্ষাজীবন পার ক[illegible] যেভাবে দিন দিন ব[illegible] দিন দিন। আগে প[illegible] কলেজগুলো গ্রাম [illegible] তাদের সংখ্যা দিন [illegible] সাধারণ শিক্ষা দিন [illegible]

আজকে হয়তে[illegible] পাশাপাশি গ্রামাঞ্চ[illegible] আগামী দিনগুলোতে [illegible] শহরের গুটিকতক [illegible] শিক্ষার নীতিনির্ধা[illegible] উচিত বলে মনে [illegible] অন্ধকারে, শহরের [illegible] সেটি আসলেও ব[illegible] আলোকে পূর্ণোদ্যম[illegible]

গৌতম রায় : শিক্ষ[illegible]